''ভবিষ্যৎ বিশ্ব-রাজ্যের আধার - সঙ্গমযুগের স্বরাজ্য''

আজ বিশ্ব রচয়িতা বাপদাদা তাঁর সর্ব স্বরাজ্য অধিকারী বাচ্চাদেরকে দেখছেন । এই বর্তমান সঙ্গমযুগের স্বরাজ্য অধিকারীরা ভবিষ্যতে বিশ্ব-রাজ্য অধিকারী হয়ে যাও, কেননা স্বরাজ্যের দ্বারাই বিশ্বের রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত করে থাকো। এই সময়ের স্বরাজ্যের প্রাপ্তির অনুভব ভবিষ্যৎ বিশ্বের রাজত্বের থেকেও অতি শ্রেষ্ঠ অনুভব । সমগ্র ড্রামার মধ্যে রাজ্য-অধিকারী রাজত্ব করে আসতে থাকে। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রথম হল স্বরাজ্য, যার আধারে তোমরা স্বরাজ্য অধিকারী আত্মারা অনেক জন্ম সত্যযুগ-ত্রেতা পর্যন্ত রাজ্য তো হয়ই কিন্তু বিশ্ব-রাজ্য নয়, স্টেটের রাজা হয়ে থাকে। সমগ্র বিশ্বের উপরে এক রাজ্য, সেটা কেবল সত্যযুগেই হয়ে থাকে। তো তিন প্রকারের রাজ্য শোনালাম। রাজ্য অর্থাৎ সর্ব অধিকারের প্রাপ্তি। সত্যযুগ-ত্রেতা রাজনীতি, দ্বাপরের রাজনীতি আর সঙ্গমযুগের স্বরাজ্য নীতি - তিনটিকেই খুব তোমরা খুব ভালো ভাবে জানো।

সঙ্গমযুগের রাজনীতি অর্থাৎ প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মা স্ব এর রাজ্য অধিকারী হয়ে যায় । প্রত্যেকে হল রাজযোগী । তোমরা সবাই হলে রাজযোগী। নাকি প্রজা-যোগী ? রাজযোগী তাই না? তো রাজযোগী অর্থাৎ রাজা হতে চলেছে এমন যোগী। স্বরাজ্য অধিকারী আত্মাদের বিশেষ নীতি হল - রাজা যেমন সেবার সাথীদেরকে, প্রজাদেরকে যখন যেমন অর্ডার করেন, সেই অর্ডার মেনে সেই নীতি অনুসারে সাথী বা প্রজা কার্য করে থাকে, ঠিক সেই রকমই তোমরা স্বরাজ্য অধিকারী আত্মারা নিজেদের যোগ এর শক্তির দ্বারা প্রতিটি কর্মেন্দ্রিয়কে যেমন অর্ডার করো, সেই মতো প্রতিটি কর্মেন্দ্রিয় তোমাদের অর্ডার এর অনুরূপ চলে। কেবল স্থূল শরীরের সকল কর্মেন্দ্রিয়ই নয়, বরং মন, বুদ্ধি, সংস্কারও তোমাদের অর্থাৎ রাজ্য-অধিকারী আত্মাদের ডায়রেক্শন অনুসারে চলে। যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে মন অর্থাৎ সংকল্প শক্তিকে সেখানে স্থিত করতে পারো। অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, সংস্কারেরও রাজ্য-অধিকারী। সংস্কারের বশ নয়, বরং সংস্কার গুলিকে নিজের বশে করে শ্রেষ্ঠ নীতিতে কার্যে নিয়োজিত করতে পারো। শ্রেষ্ঠ সংস্কার অনুসারে সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসে থাকো। তো স্বরাজ্যের নীতি হল - মন, বুদ্ধি, সংস্কার আর সর্ব কর্মেন্দ্রিয়ের উপরে স্ব অর্থাৎ আত্মার অধিকার। যদি কোনো কর্মেন্দ্রিয়, কখনো চোখ যদি ধোঁকা দেয়, কখনো বোল যদি ধোঁকা দেয়, বাণী অর্থাৎ মুখ যদি ধোঁকা দেয়, সংস্কার নিজের কন্ট্রোলে না থাকে তবে তাকে স্বরাজ্য অধিকারী বলা যাবে না, তাকে বলা হবে স্বরাজ্য অধিকারীর পুরুষার্থী। অধিকারী নয়, পুরুষার্থী। বাস্তবে রাজ্য-অধিকারী আত্মার স্বপ্নেও কোনো কর্মেন্দ্রিয় বা মন, বুদ্ধি, সংস্কার ধোঁকা দিতে পারবে না, কারণ সে হল অধিকারী। অধিকারী কখনো অধীন হতে পারে না। যদি অধীন হয় তবে হল অধিকারী হওয়ার পুরুষার্থী। সুতরাং নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করো পুরুষার্থী নাকি অধিকারী তোমরা? অধিকারী হয়ে গেছো নাকি হতে চলেছো? তো স্বরাজ্যের আধ্যাত্মিক নেশা কী অনুভব করায়? কী হয়ে যাও তোমরা? চিন্তাহীন বাদশাহ, বেগমপুরের বাদশাহ!

সবচেয়ে বড়র থেকে বড় বাদশাহ হল চিন্তাহীন বাদশাহ আর সব থেকে বড়র থেকে বড় রাজ্য হল বেগমপুরের রাজ্য। বেগমপুরের রাজ্য অধিকারীর কাছে এই বিশ্বের রাজত্ব কিছুই নয়। এই বেগমপুরের রাজ্যের অধিকার অতি শ্রেষ্ঠ আর সুখের। হলই তো সেটা বে-গম, দুঃখের থেকে মুক্ত। তো বেগমপুরের অনুভব আছে তোমাদের তাই না? নাকি কখনো কখনো নীচে চলে যাও? সদা আত্মিক নেশাতে বেগমপুরের বাদশাহ (আমি) - এই অধিকারে থাকো। নীচে এসো না। দেখো, আজকালকার রাজত্বেও যদি চেয়ারে থাকে তো অধিকার রয়েছে আর কাল যদি চেয়ার থেকে নেমে যায় তো তখন তার অধিকার থাকে কি? সাধারণ হয়ে যায়। তাহলে তোমারও তো স্বরাজ্যের নেশাতে থাকো, অকাল সিংহাসনাসীন হয়ে থাকো। সকলের কাছে সিংহাসন আছে তো তাই না? তাহলে সিংহাসনকে কেন ছেড়ে দাও? সদা সিংহাসনাসীন থাকো, আত্মিক নেশাতে থাকো। অকালতখ্ত - সেটা অমৃতসরের অকালতখ্ত নয়, এই অকালতখ্ত। এই অকালতখ্ত সকলের কাছে আছে। তো অকালতখ্তনশীন স্বরাজ্য অধিকারী কে বানিয়েছে? বাবা প্রতিটি ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকে সিংহাসনে আসীন বানিয়ে দিয়েছেন ।

সমগ্র সৃষ্টি চক্রের মধ্যে এই রকম কোনো বাবা আছেন কি যার অনেক অনেক সব বাচ্চাই হল রাজা বাচ্চা! লক্ষ্মী-নারায়ণেরও এই রকম হবে না। এই পরমাত্ম-বাবা'ই বলেন আমার সব বাচ্চা হল রাজা বাচ্চা। দুনিয়াতে তো মানুষ এমনিই বলে দেয় - এ হল রাজা বাচ্চা। তা সে যেটাই হয়ে উঠুক না কেন - সার্ভেন্টই হোক কিম্বা অন্য কিছু। কিন্তু বলে

থাকে রাজা ছেলে (বেটা)। কিন্তু এই সময় তোমরা প্র্যাকটিক্যালে রাজযোগ অর্থাৎ রাজা বাচ্চা হয়ে উঠছো। তো বাবার নেশা রয়েছে আর বাচ্চাদেরও এই নেশা রয়েছে। তো স্বরাজ্যের নীতি তবে কী দাঁড়ালো? স্ব এর উপরে রাজ্য, প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয়ের উপরে অধিকার থাকবে। এই রকম নয় যে দেখতে তো চাইনি কিন্তু না চাইলেও দেখে ফেলেছি। চোখ তো খোলা ছিল না? সেইজন্য চোখ পড়ে গেছে। কানের তো কপাট নেই, তাই কানে প্রবেশ করে গেলো। কিন্তু কান তো দুটো। এই রকম কথা যদি শুনেও ফেলো, বের করে দেওয়ার রাস্তাও রয়েছে। সেইজন্য এই ভারতবর্ষেই বিশেষ এই চিত্র বাপুর স্মরণে বানানো হয়েছে - খারাপ দেখো না, খারাপ শুনো না, খারাপ বোলো না। এই তিনটি দেখানো হয়। আর তোমরা চারটি দেখিয়ে থাকো। খারাপ কথা ভেবোও না। কেননা প্রথমে ভাবা হয়, তারপর মুখে বলা হয়, এরপর দেখা হয়ে থাকে। সেইজন্য কন্ট্রোলিং পাওয়ার, রুলিং পাওয়ার রাখো। রাজা অর্থাৎ রুলিং পাওয়ার। রাজা হবে আর রুলিং পাওয়ারই নেই, তবে কে রাজা বলে মানবে? সুতরাং স্বরাজ্য অর্থাৎ রুলিং পাওয়ার, কন্ট্রোলিং পাওয়ার।

বাপদাদা আগেও বলেছেন যে, কোনো কোনো বাচ্চা পরখ করার ব্যাপারে অত্যন্ত চতুর। যদি কোনো রূপ ভুল হয়ে যায়, যেটা নীতিগতভাবে ঠিক নয়, তারা মনে করে এটা করা অনুচিত হবে, এটা সঠিক বা সত্য নয়, যথার্থ নয়, অযথার্থ, ব্যর্থ। কিন্তু বুঝে সুঝেও তারপরেও করতে থাকে বা করে ফেলে। একে কী বলবে? কোন্ পাওয়ার এর অভাব রয়েছে? কন্ট্রোলিং পাওয়ার নেই। যেমন আজকাল কার (গাড়ি) চালানোর সময় দেখতে পাচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা রয়েছে, ব্রেক লাগাতে চেষ্টা করে, কিন্তু ব্রেক লাগতে চায় না, তবে তো অবশ্যই অ্যাক্সিডেন্ট হবেই তাই না? চাইলেও করতে পারে না। ব্রেক লাগাতে পারে না অথবা ব্রেক পাওয়াফুল না হওয়ার কারণে ঠিক লাগতে পারে না। তাই এটা চেক করো। যখন উঁচু পাহাড়ে চড়ে, তো কী লেখা থাকে? ব্রেক চেক করো। কেননা ব্রেক হল সেফটির সাধন। তো কন্ট্রোলিং পাওয়ার বা ব্রেক লাগানোর অর্থ এই নয় যে লাগালে এখানে আর ব্রেক লেগে গেলো ওখানে। কেউ ব্যর্থকে কন্ট্রোল করতে চায়, বুঝতে পারে যে এটা রং, তো সেই মুহূর্তে রং-কে রাইটে পরিবর্তন হয়ে যাওয়া চাই। একে বলা হয় কন্ট্রোলিং পাওয়ার। এই রকম নয় যে বুঝতে পারছে কিন্তু ভাবতে ভাবতে আধ ঘন্টা ব্যর্থ চলে গেল, তারপরে কন্ট্রোলে এলো। এ হল অল্প অল্প অধীন আর অল্প অল্প অধিকারী, দুটোর মিক্স। তবে তাকে রাজ্য-অধিকারী বলা যাবে নাকি পুরুষার্থী বলা হবে? তাহলে এখন পুরুষার্থী নয়, রাজ্য অধিকারী হও। এ হল স্বরাজ্য অধিকারের শ্রেষ্ঠ মজা।

স্বরাজ্য অধিকারী অর্থাৎ সদা আনন্দই আনন্দে থাকা। আনন্দে যারা থাকে তারা কখনো কোনো বিষয়ে ম্রিয়মান হয় না। আর যদি ম্রিয়মান হয়, তবে আনন্দ নেই। সুতরাং সঙ্গমযুগে তো আনন্দই আনন্দ তাই না! নাকি কখনো কখনো আনন্দ থাকে? শক্তিদের, পান্ডবদের আনন্দ থাকে তো তাই না। তাহলে বুঝতে পেরেছো, স্বরাজ্যের নীতি কী আর বিশ্ব-রাজ্যের নীতি কী হবে? প্রজা হোক, কিম্বা রয়্যাল ফ্যামিলিই হোক, প্রজা, প্রজা নয়, প্রজা হল এক পরিবার। পরিবারের নীতি এটাই হল সত্যযুগ-ত্রেতার রাজনীতি। রাজা বলা হয়ে থাকে, কিন্তু রাজা হয়েও পরমপ্রিয় পিতার স্বরূপ হয়ে থাকে। পরিবারের বিধির দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হয়। যদিও রাজ্যের কাজ কারবার ভিন্ন ভিন্ন হাতের দ্বারাই হবে, কিন্তু পরিবারের স্নেহের বিধির আধারে কাজ কারবার হবে। এই রকম নয় যে, রাজার কাছে অনেক ধন-সম্পদ আছে আর প্রজা না খেতে পেয়ে মরছে। দ্বাপর - কলিযুগের রাজনীতিতে ল' অ্যান্ড অর্ডার চলে, কিন্তু বিশ্ব - রাজ্য, দেব-রাজ্যের সময়কালে এই নীতি চলে, ল' নয়, বরং স্নেহ আর সম্বন্ধের নীতি চলে। একজন আত্মাও 'দুঃখ' শব্দটিকেও জানে না। রাজা হোক কিম্বা প্রজা, কারো মধ্যেই দুঃখ অশান্তির নাম লক্ষণটুকুও নেই। দুঃখ জিনিসটা কি - সেই বিষয়ে অজ্ঞান, জ্ঞানই নেই। যেমন এই সময় স্বরাজ্যের সময়ও বাপদাদা তোমাদেরকে কোন্ নীতিতে চালিত করেন? স্নেহ আর শ্রীমৎ। শ্রীমতের উপরে তোমরা চলতে থাকো, তাই কোনো কঠোর অর্ডার করবার প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু যদি নীতিকে ভুলে যাও তবে নিজেই নিজেকে কলিযুগী নীতিতে চালাতে থাকো। তো বিশ্ব রাজত্বের নীতিও খুব সুন্দর, কারণ বিবিধতা নেই, এক রাজ্য আছে আর আছে অফুরান সম্পদ। প্রজা এত সম্পন্ন হবে - বর্তমানের যত বড় বড় লক্ষ কোটিপতি রয়েছে, তাদের থেকেও অঢেল! অপ্রাপ্তির নাম লক্ষণও নেই। কিন্তু তার আধার কী? স্বরাজ্য।

এই সময় তোমরা সম্পন্ন হয়ে ওঠো, সেইজন্য পরমাত্ম-সম্পত্তির সম্পন্নতা সত্যযুগ-ত্রেতার অনেক জন্ম প্রাপ্ত হয়ে থাকে। সেইজন্য কোথায় নম্বর ওয়ান রাজ্য হল স্বরাজ্য, আর তারপরে হল বিশ্ব-রাজ্য আর তৃতীয় হল দ্বাপর-কলিযুগের আলাদা আলাদা স্টেটের রাজ্য। এই রাজ্যকে তো তোমরা খুব ভালো ভাবে জানোই, বর্ণনা করবার প্রয়োজন নেই। তো সদা কোন্ নেশাতে থাকতে হবে? স্বরাজ্য হল আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। কোন্ জন্মের? ব্রাহ্মণ জন্মের। ব্রহ্মা বাবা জন্মের সাথে সাথেই স্বরাজ্যের তিলক প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মাকে এঁকে দিয়েছেন।তিলকধারী তো তোমরা না? তিলক হল স্মৃতির। তিলকও আছে, সিংহাসনও আছে আর রাজমুকুটও আছে। তাজধারী তোমরা তাই না? কোন্ তাজ রয়েছে? বিশ্ব কল্যাণের

তাজ। বিশ্ব-কল্যাণকারী তোমরা, তাই তো? পিউরিটির তাজ আর বিশ্ব-কল্যাণের তাজ - ডবল তাজ রয়েছে। পিউরিটির তাজ হল লাইটের তাজ আর বিশ্ব-কল্যাণের তাজ হল - সেবার তাজ।

বিশ্ব সেবাধারী তোমরা, তাই তো? এই রকম নয় যে স্টেটের সেবাধারী মনে করো - আমরা হলাম গুজরাতের, আমরা রাজস্থানের, আমরা দিল্লির সেবাধারী। না। বিশ্ব সেবাধারী। যেখানেই থাকো না কেন কিন্তু বৃত্তি আর দৃষ্টি হবে অসীমের। যদি বিশ্ব-সেবাধারী না হতে পারো তবে না স্বরাজ্য, না বিশ্ব-রাজ্য, এরপর দ্বাপর - কলিযুগে স্টেট এর রাজা হতে হবে। কিন্তু বিশ্ব - রাজ্য অধিকারীর জন্য সদা নিজের তাজ, তিলক আর তখ্ত - সদা এর উপরে স্থিত থাকো। শরীরের দিক থেকে তখ্ত বা সিংহাসনে বসা নয়, এ হল বুদ্ধি দ্বারা স্মৃতির স্থিতিতে স্থিত থাকা। স্থিতিতে স্থিত থাকা - এটাই হল সিংহাসনে বসা, যেটা কিনা সব সময় বসে থাকতে পারো। শারীরিক ভাবে কত ঘন্টা বসতে পারবে? ক্লান্ত হয়ে যাবে না? কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা স্থিতিতে স্থিত থাকা এটাই হল সিংহাসনে আসীন হওয়া। এটা তো সহজ তাই না? অতএব স্বরাজ্যের নেশায় নিরন্তর স্থিত থাকো। বুঝেছো, কি করতে হবে? পুরুষার্থী নয়, বরং অধিকারী হও।

সবাই মিলিত হয়েছো তো? সকলে ছুটে ছুটে আসে পরমাত্ম-মিলনের মেলাতে মিলিত হতে। তো মিলনের মেলাতে এসেছো না? এটাকে মেলা মনে হয় নাকি ভীড় মনে হয়? আরাম আছে না? আরামে থাকা, খাওয়া, চলাফেরা করা সব আরামে হয়ে থাকে তাই না? তবুও তোমরা অত্যন্ত লাকী। অন্য মেলার মতো অন্তত মাটিতে তো থাকতে হচ্ছে না! অন্তত বিছানা আর বিছানাপত্র তো পেয়েছো তাই না? সেখানে মেলাতে তো স্নান করো তাও মাটি, থাকার জায়গাও মাটিতে আর খাওয়ার সময়ও মাটি লেগে থাকে। এখানে বাচ্চারা আসে নিজের গৃহে। নেশার সাথে তোমরা এসে থাকো। বাবাও খুশী আর বাচ্চারাও খুশী। হল্ এ যারা পিছনে বসে তারা সবার আগে রয়েছো। কেননা বাপদাদার প্রথম দৃষ্টি লাস্টে গিয়েই পড়ে। আচ্ছা!

সকল স্বরাজ্য - অধিকারী চিন্তাহীন বাদশাহ বাচ্চাদেরকে, সকল বিশ্ব - রাজ্য অধিকারী অনেক জন্ম সম্পূর্ণ সম্পন্ন থাকতে পারা আত্মাদেরকে, সদা তিলক, রাজমুকুট আর সিংহাসনাসীন অধিকারী বাচ্চাদেরকে, সদা অসীমের সেবার উৎসাহ উদ্দীপনাতে থাকা বিশেষ বাচ্চাদেরকে, দেশ বিদেশের সম্মুখে অনুভবকারী সকল বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন। তার সাথে সাথে সকলের স্নেহের পত্রের রেসপন্সও দিচ্ছেন। বিদেশ এবং দেশ উভয়ই নিজের নিজের বিধি অনুযায়ী নিজের নিজের পুরুষার্থে সিদ্ধি প্রাপ্ত করছে আর সেবাতেও সদা অগ্রসর হওয়ার উৎসাহে তৎপর রয়েছে। সেইজন্য প্রত্যেকে বিশ্বের যে কোনো কোণেই তারা থাকুক না কেন, তাদের স্মরণ, সেবা-সমাচার, ভালোবাসার চিঠিপত্র, স্থিতির উৎসাহ-উদ্দীপনার সমাচার সব প্রাপ্ত হয়েছে। আর বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকে অনেক অনেক অনেক নাম সহ, প্রত্যেকের বিশেষত্বসহ স্মরণের স্নেহ-সুমন প্রদান করছেন। আর এই স্মরণ, ভালোবাসার সাথে প্রতিপালনে পালিত হচ্ছে। উড়ছো আর উড়তে উড়তে লক্ষে পৌঁছাতেই হবে অথবা বলতে গেলে পৌঁছেই গেছো। তো স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদানঃ- মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্মৃতির দ্বারা সকল অস্থিরতাকে মার্জ করে দিয়ে অচল - অটল ভব

যেমন শরীরের অক্যুপেশন ইমার্জ থাকে, সেই রকম ব্রাহ্মণ জীবনের অক্যুপেশন যেন ইমার্জ থাকে। আর সকল কর্মে সেই নেশা থাকলে সকল অস্থিরতা মার্জ হয়ে যাবে এবং তোমরা সদা অচল-অটল থাকবে। মাস্টার সর্বশক্তিমান এর স্মৃতি সদা ইমার্জ থাকলে কোনো রকমের দুর্বলতা অস্থিরতার মধ্যে এনে ফেলতে পারবে না। কেননা তারা প্রতিটি শক্তিকে সময় মতো কার্যে ব্যবহার করতে পারে। তার কাছে কন্ট্রোলিং পাওয়ার থাকে, তাই সংকল্প আর কর্ম দুটোই সমান হয়ে থাকে।

স্লোগানঃ- জটিল পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে না গিয়ে তার থেকে পাঠ গ্রহণ করে নিজেকে পরিপক্ক বানিয়ে নাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent

2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;